106

ভোরের কাগজ

তারিখ 02 FEB 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

জাল ফলাফল বিবরণী

কুমিল্লা বোর্ড এ পর্যন্ত পাঁচশ ভুয়া ছাত্র শনাক্ত করেছে

নাসির উদ্দিন : ১৯৯৮ সালের এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের মধ্যে কতোজন ভুয়া ছাত্র রয়েছে কুমিল্লা বোর্ড তা পরীক্ষা করে দেখছে। কুমিল্লা বোর্ড ইতিমধ্যেই পাঁচ শতাধিক ভুয়া ছাত্র শনাক্ত করেছে। এসব ছাত্রছাত্রীর সকলে জাল ফলাফল বিবরণী দিয়ে বিভিন্ন কলেজে ভর্তি হয়েছে।

নকলপ্রবণতা বন্ধের লক্ষ্যে দ্বৈত রেজিস্ট্রেশনপ্রবণতা কমানোর জন্য কুমিল্লা বোর্ড ১৯৯৬ সালে ভর্তিকৃত এসব ছাত্রের প্রত্যেককে তাদের মূল ফলাফল বিবরণী ভর্তির আবেদনপত্রের সঙ্গে জমা দিতে শর্তারোপ করে। সে অনুযায়ী কলেজগুলো এসব আবেদনপত্রসহ ছাত্রদের সরবরাহকৃত ফলাফল বিবরণী বোর্ডে প্রেরণ করে। বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন ও পরীক্ষা শাখার কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ কলেজগুলোর প্রেরিত বান্ডেলগুলোতে লক্ষ্য করেন যে, কিছু কিছু ফলাফল বিবরণী রয়েছে যেগুলোতে কুমিল্লা বোর্ডের নাম থাকলেও এগুলো কুমিল্লা বোর্ডের সরবরাহকৃত ফলাফল বিবরণীর অনরূপ নয়। সন্দেহ হওয়ায় তারা কিছু কিছু বান্ডিল থেকে পাঁচ শতাধিক ফলাফল বিবরণী বের করে এগুলো জাল বলে শনাক্ত করেন।

এ পর্যায়ে বোর্ড ১৯৯৮ সালের নিয়মিত ৫৫০০০ ছাত্রছাত্রীর ফলাফল বিবরণী পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়। বোর্ডের সচিব প্রফেসর মোঃ শাহজাহান এর সত্যতা স্বীকার করেছেন। বোর্ডের একজন কর্মকর্তা জানান, দেশের সকল বোর্ডেই এ ধরনের জাল ফলাফল বিবরণীধারী অসংখ্য ছাত্র রয়েছে। কুমিল্লা বোর্ডে এ সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন, বিভিন্ন সরকারি কলেজেই এ ধরনের জাল ফলাফল বিবরণীধারী ছাত্র বেশি। তিনি বলেন, সিলেটের একটি সরকারি কলেজে এ ধরনের ২৫ জন ভুয়া ছাত্র রয়েছে। বোর্ডের সচিব জানান, ২৬ জানুয়ারি থেকে জাল ফলাফল বিবরণী বাছাই শুরু হয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলবে। এরপর সঠিক সংখ্যা জানানো যাবে।